৭.০ গুরুতর আর্থিক

- বিদ্যুৎ বিল বকেয়া ৯৯৯.০০ কোটি টাকা
- আমদানীর তুলনায় ৩০% কম বিদ্যুৎ বিক্রয়
- বিগত ৬ বৎসরে আয়ের চেয়ে ব্যয় ৮৯২.০০ কোটি টাকা বেশী
- গ্রাহকের তুলনায় লোকবল বেশী
- বিপুল অর্থ বিনিয়োগ সত্ত্বেও সিস্টেম লসের উন্নতি হয় নাই

অনুঃ ১। জুন/৯২ হইতে জুন/৯৮ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল বাবদ বকেয়া ৯৯৯ কোটি টাকা। কর্তৃপক্ষের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতার স্বাক্ষর।

ডেসা কর্তৃক প্রদত্ত খাত ভিত্তিক বকেয়া রাজস্ব (Sectorwise Accounts Receivable) ডাটা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুলাই/৯২ হইতে জুন/৯৮ পর্যন্ত সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্ত্বশাসিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ গ্রাহকদের নিকট হইতে বিদ্যুৎ বিল বাবদ মোট ৯৯৯ কোটি টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে। ইহা কর্তৃপক্ষের প্রায় ১২.৬২ মাসের বিদ্যুৎ বিলের সমান। অপরদিকে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বকেয়ার পরিমান ১ মাসের গড় বিলের সমান। এতদ্ব্যতীত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয় যে, অক্টোবর/৯১ হইতে জুন/৯৭ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল বাবদ ডেসার মোট আয় হইয়াছে প্রায় ৩৭৫৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ বকেয়া টাকার পরিমান ডেসার গত ০৬ বৎসরের আয়ের প্রায় ২৭%, যাহা আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার অদক্ষতার নিদর্শন।

মন্ত্রণালয়ের জবাব :- আগষ্ট/৯১ হইতে জুন/৯৮ পর্যন্ত সময়ে গ্রাহক সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বকেয়াও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতোমধ্যে ডেসার মিরপুর এলাকাকে ডেসকোতে রূপান্তর সহ বিভিন্ন এলাকাকে আর ই বি-তে হস্তান্তর করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে নিয়মিত নোটিশ প্রদান ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের মাধ্যমে বকেয়া আদায় করা হইতেছে।

মন্তব্যঃ- উপরে বর্ণিত জবাব সমস্যা সমাধানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের চিন্তা ভাবনা ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত মাত্র। এই জবাব সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট কোন ইঙ্গিত বহন করেনা। কেননা বকেয়ার পরিমান যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস পাওয়ায় পূর্ব পর্যন্ত এই জবাবের বস্তুনিষ্ঠতা ও কার্য্যকারিতা প্রশ্নাতীত নহে। অপরদিকে মন্ত্রণালয়ের জবাব অনুযায়ী ‘ডেসকো' সৃষ্টি ও বিভিন্ন এলাকা আর ই বি - তে হস্তান্তর ডেসা কর্তৃপক্ষের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অদক্ষতাই প্রমান করে।

সুপারিশঃ- বকেয়া আদায়ে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে -

(১) সরকারী এবং স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের বকেয়ার ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব আন্তঃ মন্ত্রণালয় বৈঠক করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাজেট সংস্থানের ব্যবস্থার মাধ্যমে উক্ত বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা নেওয়া প্রয়োজন।

(২) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ গ্রাহক এর বকেয়া আদায়ের জন্য প্রচার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করণের ব্যবস্থা গ্রহন, চুড়ান্ত নোটিশ প্রদান করতঃ প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা করিয়া বকেয়া আদায়ের সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন।

অনুঃ ২। আমদানীকৃত বিদ্যুতের তুলনায় বিক্রিত বিদ্যুতের পরিমান প্রায় ৩০% কম। কর্তৃপক্ষ তথা সরকার বিপুল পরিমান রাজস্ব হইতে বঞ্চিত।

ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৯৯১-৯২ হইতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হইতে কর্তৃপক্ষ সর্বমোট ২৮৩৮০.৩৫২ মিলিয়ন কিঃওয়াট আওয়ার (MKWH) বিদ্যুৎ শক্তি আমদানী করে; অথচ উক্ত সময়ে মোট বিক্রিত (Total billes amount) বিদ্যুৎ শক্তির পরিমান ১৯৯২৩.৩২৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার (MKWH)| অর্থাৎ আমাদানী অপেক্ষা বিক্রির পরিমান শতকরা ২৯.৭৯৮% কম। অন্যদিকে টাকার হিসাবে প্রতি ইউনিট গড়ে ২.৩৫ টাকা হিসাবে (বিক্রয় মূল্য) অপচয়কৃত ৮৪৫৭.০২৩ (MKWH) বিদ্যুৎ শক্তির মূল্য দাড়ায় প্রায় ১৯৮৭ কোটি টাকা। একই জাতীয় প্রতিষ্ঠান পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বর্তমান সিষ্টেম লস ১৫%, যাহা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত। ফলে ডেসার ৩০% সিষ্টেম লসের অর্ধেকই অযৌক্তিক। ফলে নিরীক্ষাধীন ৭ বৎসরে সরকারের ৯৯৩ কোটি টাকা ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

১৯৯১-৯২ হইতে ১৯৯৭-৯৮ পর্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তি অপচয়ের চিত্র

অর্থ বৎসর	আমদানীকৃত বিদ্যুৎ শক্তি (MKWH)	বিক্রিত বিদ্যুৎ শক্তি (MKWH)	অপচয়ের শতকরা হার।
১৯৯১-৯২	২২৫৯.৮৮৫	১৪৫৬.৪০৯	৩৫.৫৫৪%
১৯৯২-৯৩	৩৩৫৬.৩৯০	২৩০৯.২৬৮	৩১.১৯৮%
১৯৯৩-৯৪	৩৬৯৬.৩৫৭	২৫৩৮.১০৩	৩১.৩৩৫%
১৯৯৪-৯৫	৪১৬২.৩৯৬	২৯১৩.৫৫৮	৩০%
১৯৯৫-৯৬	৪৫৫০.৮৫১	৩২০৯.৫২৭	২৯.৪৭৪%
১৯৯৬-৯৭	৪৯৩৫.৫৩২	৩৫৮৮.৬৭১	২৭.২৮৯%
১৯৯৭-৯৮	৫৪১৮.৯৪১	৩৯০৭.৭৯৩	২৭.৮৮৬%
	২৮,৩৮০.৩৫২	১৯৯২৩.৩২৯	২৯.৭৯৮% (গড়)

<u>**মন্ত্রণালয়ের জবাব :**</u> বিদ্যুতের অপচয় হ্রাসের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণ ও সংস্কারের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়াও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ২৬০০০টি মিটার সংগ্রহ করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা ক্রটিযুক্ত মিটার প্রতিস্থাপন করা হইবে। ইহার ফলে সিষ্টেম লস উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পাইবে। এছাড়াও অডিটের সুপারিশের প্রেক্ষিতে মিটার রিডারদের বদলীর বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আছে।

<u>**মন্তব্যঃ-**</u> জবাবে টেকনিক্যাল লস হ্রাসের লক্ষ্যে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটিবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তদুপরি টেকনিক্যাল লস এর চাইতে নন টেকনিক্যাল লস অর্থাৎ বিক্রয় বিতরণ পর্যায়ে সংঘটিত অনিয়ম/অপচয়ই ডেসার কথিত সিষ্টেমলসের সিংহভাগ হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়ে এই পর্যন্ত কোন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মিটার রিডারগণের বদলীই যথেষ্ট নহে।

সুপারিশঃ উক্ত অপচয় রোধকল্পে নিম্মোক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক।

(১) টেকনিক্যাল লস হ্রাসের জন্য পুরানো বিতরণ লাইন সমূহ জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা প্রয়োজন।

(২) ডেসা সদর দপ্তরে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, মিটার রিডারগন একই এলাকায় বছরের পর বছর পদাস্থাপিত থাকে। ফলৈ তাহাদের সাথে এক শ্রেনীর সুবিধাভোগী গ্রাহকের অশুভ যোগ-সাজস গড়িয়া উঠে। অতএব মিটার রিডারগনকে আরও ঘন ঘন অর্থাৎ মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এক এলাকা হইতে অন্য এলাকায় পদস্থাপন করা হইলে তাহাদের সহিত গ্রাহকদের সম্ভাব্য অশুভ যোগ-সাজস অনেকাংশে হ্রাস পাইবে। মন্ত্রণালয়ের জবাব অনুযায়ী এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৩) টেকনিক্যাল ও ননটেকনিক্যাল লসের শ্রেনী ভিত্তিক পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করতঃ উক্ত লস হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

(৪) ডেসার অধীন বিভিন্ন বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের জন্য রাজস্ব আয়ের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য (কটরথর্ণ) নির্ধারণ পূর্বক উক্ত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ সংশ্লিষ্ট সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ আবশ্যক।

অনুঃ ৩। আয়ের তুলনায় ব্যয় অত্যধিক বেশী হওয়ায় ডেসা লোকসানী সংস্থায় পর্যবসিত।

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ এর ১৯৯১-৯২ অর্থ বৎসর হইতে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বৎসর পর্যন্ত আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে গত ৬ বৎসরে কর্তৃপক্ষের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইয়াছে প্রায় ৮৯২ কোটি টাকা। ফলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্য প্রায় ৬৭০.৫০ কোটি টাকা (৩০শে জুন,১৯৯৮ পর্যন্ত) ডেসা কর্তৃক অপরিশোধিত রহিয়াছে। স্থানীয় জবাবে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নিম্ন বর্ণিত কারণে সংস্থার ব্যয় আয় অপেক্ষা বেশী হইতেছেঃ-

(১) অত্যধিক সংস্থাপন ব্যয় (১৯৯৬-৯৭ অর্থ বৎসরে যাহার পরিমান প্রায় ৫৪.৭৬ কোটি টাকা)।

(২) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হইতে উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক ঋণ এবং ডেসার বাস্তবায়নাধীন ও সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের জন্য প্রাপ্ত বৈদেশিক ও সরকারী ঋণ ও উহার সুদ বাবদ প্রতি বৎসর বিপুল পরিমান টাকা পরিশোধ।

(৩) অত্যধিক সিষ্টেমলসের (প্রায় ৩০%) কারনে বিদ্যুৎ শক্তি বিক্রয় বাবদ কাংখিত আয় হইতেছে না।

(৪) বিদ্যুৎ বিল বাবদ প্রতি বৎসর বিপুল পরিমান বকেয়া।

এখানে উল্লেখ্য যে, ডেসা উহার সৃষ্টি লগ্নেই পিডিবি হইতে প্রায় ২৩২ কোটি টাকা বকেয়া উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্রণালয়ের জবাব : ডেসা একটি স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা হওয়ায় কর্মচারীদের বেতন ভাতা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ নাই। সিষ্টেম লস কমানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিপুল পরিমান বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং উক্ত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে বিভিন্ন বাণিজ্যিক পরিচালন বিভাগ আর ই বি-তে হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং কিছু বিভাগকে কোম্পানীতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

মন্তব্য :- জবাব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই। কারণ বিগত বৎসর সমূহের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বিপুল পরিমাণ বকেয়া থাকা এবং সিষ্টেম লসের কাঙ্খিত উন্নতি না হওয়া সত্ত্বেও সংস্থার অধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরাট অংকের অধিকাল ভাতা এবং উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হইতেছে যাহা সহজেই নিয়ন্ত্রণযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ডেসা লোকসানী সংস্থায় পর্যবসিত হওয়ার ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে উপরে বর্ণিত কারণ সমূহকে দায়ী করা হইলেও নিরপেক্ষ বিশ্লেষনে প্রতীয়মান হইবে যে, ডেসার সৃষ্টি হইতে জুন/৯৮ পর্যন্ত সিষ্টেম লস হিসাবে কথিত ১৯৮৭ কোটি টাকার উল্লেখযোগ্য অংশের অপচয় রোধ করা সম্ভব হইলে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত ঋণ, ঋণের সুদ, সংস্থাপন ব্যয় ইত্যাদি পরিশোধ করার পরও ডেসা একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত।

সুপারিশঃ- এমতাবস্থায় সংস্থাপন ব্যয় হ্রাস, পিডিবি হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিপরীতে পরিশোধ যোগ্য ঋণ ও ঋণের সুদকে সংশ্লিষ্টতা অনুযায়ী ডেসা ও পিডিবির মধ্যে সুষমভাবে বন্টনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দায়ভার লাঘব, বকেয়া আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং সর্বপরি সিষ্টেমলসের নামে অপচয় হ্রাস করিয়া ডেসাকে একটি লাভ জনক সংস্থায় রূপান্তরিত করার পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

অনুঃ ৪। গ্রাহকের তুলনায় কর্তৃপক্ষের লোকবল বেশী হওয়া সত্ত্বেও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা

ডেসা কর্তৃপক্ষ হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ডেসা কর্তৃপক্ষের অধীনে জুন/৯৮ পর্যন্ত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬.১৫ লক্ষ, মোট বিতরণ ও সঞ্চালন লাইনের পরিমান প্রায় ৫৮৭২.৮৩ কিলোমিটার এবং ডেসা কর্তৃপক্ষের অধীন কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা মোট ৪৬১৯ জন। অর্থাৎ গ্রাহক/কর্মচারী অনুপাত প্রায় ১৩৩ঃ১ এবং প্রতি ১.২৭ কিলোমিটারে কর্মচারীর সংখ্যা ১। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ, মোট বিতরণ লাইনের পরিমান ৭৩৯৯৯ কিঃমিঃ এবং কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৬১০০। অর্থাৎ গ্রাহক/কর্মচারী অনুপাতঃ ২৩০ঃ১ এবং গড়ে ১২ কিলোমিটারের জন্য কর্মচারীর সংখ্যা ০১। পারফরমেন্স পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বর্তমান সিষ্টেমলস মাত্র ১৫% (আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত পর্যায়ে) এবং বকেয়া বিলের পরিমান মাত্র ০১ মাসের গড়বিলের সমান। অন্যদিকে ডেসার সিষ্টেমলস প্রায় ৩০% (যাহার অর্ধেকই অপচয়) এবং বকেয়ার পরিমান প্রায় ১২.৬২ মাসের গড় বিলের সমান। ইহা গ্রাহকের তুলনার অতিরিক্ত লোকবল থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের সার্বিক ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা প্রমান করে।

মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ অনুমোদিত সেট আপের দুই তৃতীয়াংশ লোকবল দ্বারা ডেসার কর্মকান্ড চালানো হইতেছে। সিষ্টেমলসের উপর সংস্থাপন ব্যয়ের কোন প্রভাব নাই। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কর্মকান্ড সারাদেশব্যাপী হইলেও ডেসার কর্মকান্ড ঢাকার ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায়। ফলে ডেসার বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা চালু রাখার জন্য যে পরিমান লোক ও কায়িক শ্রম প্রয়োজন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের জন্য তাহা প্রয়োজন হয় না।

মন্তব্যঃ- কিলোমিটার প্রতি আর ই বি'র তুলনায় ডেসার কর্মচারীর সংখ্যা অত্যধিক থাকার পক্ষে ডেসার জবাবে কিছুটা যৌক্তিকতা থাকিলেও ডেসার লোকবল সংস্থার কার্যসম্পাদন ও দক্ষতার সাথে আনুপাতিক হারে আর ই বি'র তুলনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কেননা ডেসায় গ্রাহক অনুপাতে আর ই বি-র তুলনায় দ্বিগুন কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও ১২ মাসের বিল বকেয়া থাকা এবং প্রায় ৩০% সিষ্টেম লস বিদ্যমান থাকার পক্ষে কোন যুক্তি উপস্থাপন করা হয় নাই।

সুপারিশঃ- এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের জনবল যুক্তিসংগত পর্যায়ে হ্রাস এবং জনবলের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতঃ অপচয় হ্রাস করিয়া সিষ্টেমলস ন্যুনপক্ষে ১৫%-এ নামাইয়া আনা আবশ্যক।

অনুঃ ৫। উন্নয়ন প্রকল্পে বিপুল পরিমান অর্থ বিনিয়োগ সত্ত্বেও সিষ্টেমলসের উন্নতি আশানুরূপ নয়-প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের ১৯৯১-৯২ সন হইতে ১৯৯৬-৯৭ সন পর্যন্ত হিসাব ও প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বৃহত্তর ঢাকার সিষ্টেমলস হ্রাস করার লক্ষ্যে গৃহীত দুইটি প্রকল্পে ১৯৯৭ সনের জুন পর্যন্ত সর্ব মোট প্রায় ১২৮৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। কিন্তু গত সাত বৎসরে সিষ্টেমলস হ্রাস পাইয়াছে মাত্র ৭.৬%। নিম্নে দুইটি প্রকল্পে খরচের পরিমাণ ও সাত বৎসরের সিষ্টেম লস হ্রাসের চিত্র দেওয়া হইল ঃ

(ক) প্রকল্পের খরচ

বৃহত্তর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প	১২১৫.৮৪ কোটি
সিষ্টেমলস রিডাকশন স্কীম	৭১.১৫ কোটি
	১২৮৬.৯৯ কোটি

(খ) সিষ্টেমলস হ্রাসের পরিসংখ্যান

অর্থ বৎসর	সিষ্টেমলস
১৯৯১-৯২	৩৫.৫০%
১৯৯২-৯৩	৩১.২০%
১৯৯৩-৯৪	৩১.৩৪%
১৯৯৪-৯৫	৩০%
১৯৯৫-৯৬	২৯.৪৭%
১৯৯৬-৯৭	২৭.২৮%
১৯৯৭-৯৮	২৭.৮৮%

উক্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে আরও প্রতীয়মান হয় যে, ডেসা প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বৎসরে সিষ্টেম লস উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাইলেও (প্রায় ৪%) পরবর্তী বৎসর সমূহে সিষ্টেমলস হ্রাসের হার খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ বর্ণিত প্রকল্পদ্বয়ের মাধ্যমে লাইন ও সাবষ্টেশন তৈরীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। সিষ্টেমলস হ্রাস/বৃদ্ধির ব্যাপারে এইগুলি জড়িত নয়।

মন্তব্য ঃ জবাব প্রাসঙ্গিত ও যৌক্তিক নহে। কারণ সিষ্টেমলস সংক্রান্ত পূর্বোক্ত ২ নং আপত্তির জবাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বিতরন লাইনের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হইলে সিষ্টেম লস অনেকাংশে হ্রাস পাইবে। অথচ এখানে বলা হইয়াছে যে লাইন সংস্কারের কাজ সিষ্টেম লসের হ্রাস/বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত নয়। উল্লেখ্য যে আপত্তিতে বর্ণিত ১২৮৭ কোটি টাকার মধ্যে সিষ্টেম লস রিডাকশন প্রকল্পে ব্যয় করা হইয়াছে প্রায় ৭২ কোটি টাকা; কিন্তু উক্ত ব্যয়ের পর টেকনিক্যাল লস কতটুকু হ্রাস পাইয়াছে তাহার কোন হিসাব দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ ইহা স্পষ্ট যে বিতরণ ও সঞ্চালন লাইন সমূহের উন্নয়নে বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয়ের ফলে টেকনিক্যাল লস কমিলেও (যুক্তি সংগতভাবে) বিক্রয় - বিতরণ ব্যবস্থায় মিটার টেম্পারিং, অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম হ্রাস না পাওয়ায় সিষ্টেম লসের কাঙ্খিত উন্নতি অর্জিত হইতেছে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিক্রয় ও বিতরণের পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত কথিত সিষ্টেম লস যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস পাইবে না। শুধু টেকনিক্যাল বিষয়াদির উন্নতি সত্ত্বেও বিক্রয় ও বিতরণ ব্যবস্থার অনিয়মের ফলে যে সিষ্টেম লস যৌক্তিকভাবে হ্রাস পাইতেছে না তাহা জবাবে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে।

সুপারিশঃ এমতাবস্থায় তথাকথিত সিষ্টেমলসের অন্তর্নিহিত কারন উদঘাটন অর্থাৎ মিটার রিডিং কারচুপি এবং অবৈধ সংযোগ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক।